বাংলা জর্নাল

বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক জর্নাল

Bangla Journal

a journal on bangla and bangali

বাংলা জর্নাল

অগ্রহায়ণ ১৪২৯ ১৯শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

Bangla Journal

December 2022 19th Year 27th Issue

প্রসঙ্গ: বিশ্বমারি করোনার অভিঘাত

অভিঘাত প্রবল • স্থবির দাশগুপ্ত

বিশ্বমারি ও আতঙ্ক • শক্তিনাথ চক্রবর্তী

করোনা: লকডাউন • বেবী হালদার

কোভিডকাল: সাহিত্য • আমিনা খাতুন

Life under Lockdown • Janam Mukherjee

Pakistan Diaries • Sumanta Banerjee

Nixon's Pakistan Tilt Policy • Shahadat H Khan

The Tragic Death of Bangabandhu • Mohit Ul Alam

কবিতা, ভাবনা, জীবনানন্দ • দেবজ্যোতি মণ্ডল

আফসার আমেদের কিস্‌সা • হালনারা খাতুন

সন্ত আলেক্সিসের গীত • শিশির ভট্টাচার্য্য

Poems of Manabendra Bandyopadhyay • Himani Bannerji

Chander Amaboshya and the Burden of Mourning • Hasan Al Zayed

Four Dalit women of Bengal • Manohar Mouli Biswas

অসম্ভবের রাজনীতি • সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

শতবর্ষে মৃণাল • বিধান রিবেরু

জীবন এক মহাভারত • অমর মিত্র

গল্প

অলোক গোস্বামী • মণিদীপা সান্যাল

কবিতা

তরুণ চক্রবর্তী • অলোক বন্দ্যোপাধ্যায় • তানভীর মোকাম্মেল • শ্বেতা এষ • বেবী সাউ • অগ্নি রায়

বাংলাদেশে মূল্য ২০০ টাকা ■ ভারতে মূল্য ১৫০ রুপি

Canada $ 20.00 ■ Overseas $ 20.00 (US)

ISSN 1488-0792

বাংলা জর্নাল
বাংলা ও বাঙালি বিষয়ক জর্নাল
অগ্রহায়ণ ১৪২৯
ডিসেম্বর ২০২২
১৯শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা

BANGLA JOURNAL
A Journal on Bangla and Bangali
Agrahayan 1429
December 2022
19th Year 27th Issue

সম্পাদক
ইকবাল করিম হাসনু

Editor
Iqbal Karim Hasnu

উপদেষ্টা সম্পাদক
হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়

Editorial Advisor
Himani Bannerji

সম্পাদনা পরিষদ
ক্যাথলিন ও'কনেল
ওয়াহিদ আসগার
শাহাদাত এইচ খান
দিনু বিল্লাহ

Editorial Board
Kathleen O'Connell
Waheed Asghar
Shahadat H Khan
Dinu Billah

সম্পাদকীয় সহকারী
জয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

Editorial Assistant
Jayanta Kumar Mukherjee

নামলিপি
তাজুল ইমাম

Titlescript
Tajul Imam

প্রচ্ছদ
সুপর্ণা দেব

Cover
Suparna Deb

বাংলা জর্নাল ১৯শ বর্ষ ২৭শ সংখ্যা
Bangla Journal 19th Year 27th issue

সম্পাদকীয় যোগাযোগ	Editorial Contact
বাংলাদেশ	**Bangladesh**
মোরশেদ শফিউল হাসান	Morshed Shafiul Hasan
ফোন : ৮৮০-২-৯০৩২২৮৪	Ph. 880-2-9032284
চলভাষ : ৮৮০-১৭১১৬৯৬১৭৬	Mobile : 880-1711696176
morshedshasan @gmail.com	morshedshasan@gmail.com
মোহীত উল আলম	**Mohit Ul Alam**
ফোন : ৮৮০-২-৮১৫৭৮০৪	Ph. 880-2-8157804
Mohitalam1952@gmail.com	Mohitalam1952@gmail.com
শিহাব শাহরিয়ার	**Shihab Shahriar**
ফোন : ৮৮০-২-৯৬৬-২৬০১	Ph. 880-2-966-2601
editorboitha@gmail.com.	editorboitha@gmail.com.
সম্পাদকীয় যোগাযোগ	**Editorial Contact**
কলকাতা (ভারত)	**Kolkata (India)**
শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়	**Sibaji Bandyopadhyay**
ফোন : ৯১-৩৩-২-৪৬১-৭৫৫৭	Ph. 91-33-2-461-7557
guhalipi.sibaji@gmail.com	guhalipi.sibaji @gmail.com
জয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়	**Jayanta Kumar Mukherjee**
চলভাষ : ৯১-৬২৯০৭১৯৬৯৬	Mobile : 91-6290719696
jayantomukherjee@gmail.com	jayantomukherjee@gmail.com
গ্রাহক চাঁদা, লেখা পাঠানো	Subscription, Contribution
সম্পাদকীয় যোগাযোগ	Editorial Contact
বাংলা জর্নাল	**Bangla Journal**
248 Fairglen Avenue	248 Fairglen Avenue
Scarborough, Ontario	Scarborough, Ontario
Canada, MIW 1B1	Canada, MIW 1B1
Tel. (416) 496-9551	Tel. (416) 496-9551
Email:ihasnau@hotmail.com	Email:ihasnau@hotmail.com
বিতরণ ব্যবস্থাপনা	**Distribution**
টইটম্বুর (ঢাকা, বাংলাদেশ)	Toitumboor (Dhaka, Bangladesh)
ফোন ৮৮০-১৯৭১-১৯৯২০১	Phone 880-1971-199201
Email:ihasnau@hotmail.com	Email:ihasnau@hotmail.com
মুদ্রণ : সুবোধ বারই (কলকাতা, ভারত)	Printing Subodh Barai (Kolkata, India)
চলভাষ : ৯১-৯০৫১৭৮৪৬২৬	Phone : 9051784626

বাংলা জর্নাল সম্পাদক ইকবাল করিম হাসনু কর্তৃক ২৪৮ ফেয়ারগ্লেন এভিন্যু, স্কারবোরো অন্টারিও, এম ওয়ান ডব্লিউ, ওয়ান বি ওয়ান, কানাডা থেকে প্রকাশিত।

The Bangla Journal is published by the editor Iqbal Karim Hasnu from 248 Fairglen Avenue, Scarborough, Ontario, M1W, 1B1, Canada

পত্রিকায় প্রকাশিত রচনায় ব্যক্ত মতামত লেখকের নিজস্ব, সম্পাদক বা সম্পাদনা পরিষদের নয়। প্রকাশিত যে কোনও রচনার ব্যাপারে আলোচনা-সমালোচনা, মন্তব্য ও ভিন্নমত আমরা গ্রহণ করব।

সূচি/CONTENTS

প্রবন্ধ

অভিঘাত প্রবল, প্রতিঘাত প্রবলতর হইবে ১৩ / 13 স্থবির দাশগুপ্ত

করোনা বিশ্বমারি ও আতঙ্ক–এ কি আন্তর্জাতিক পরিকল্পনারই অঙ্গ? ২৯ / 29 শক্তিনাথ চক্রবর্তী

করোনা : লকডাউন ৪১ / 41 বেবী হালদার

কোভিডকাল–সাহিত্য ও অভিজ্ঞতায় ৪৫ / 45 আমিনা খাতুন

জীবন এক মহাভারত ৫৬ / 56 অমর মিত্র

স্বপ্ন হলেও সত্যি: অসম্ভবের রাজনীতি প্রসঙ্গে ৬৪ / 64 সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা, ভাবনা, জীবনানন্দ ৭৩ / 73 দেবজ্যোতি মণ্ডল

বিশ্বায়নের কিস্‌সা, কিস্‌সার নারী এবং আফসার আমেদের একটি কিস্‌সা ১০২ / 102 হাসনারা খাতুন

মহেন্দ্রলালের ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চা সভা এবং ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার সূচনাপর্ব ১১২ / 112 তুষার চক্রবর্তী

শতবর্ষে মৃণাল রাজপথ থেকে পরিবার: সত্যের সন্ধানে মৃণাল ১২৫ / 125 বিধান রিবেরু

গল্প

বিশ্বমারির প্রতিবেদন ১৩৩ / 133 অলোক গোস্বামী

শুভদৃষ্টি ১৪৯ / 149 মণিদীপা সান্যাল

কবিতা

দুটি কবিতা ১৬২ / 162 তানভীর মোকাম্মেল

পাঁচটি কবিতা ১৬৪ / 164 শ্বেতা শতাব্দী এষ

গ্রীষ্মের গান ১৬৭ / 167 অগ্নি রায়

প্যালেস্টাইন কাঁদছে কাঁদছে মাঝিপাড়া ১৬৯ / 169 শিহাব শাহরিয়ার

পাড় ভাঙা সনেটগুচ্ছ ১৭০ / 170 বেবী সাউ

দিগন্তের দিকে ১৭২ / 172 অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি কবিতা ১৭৩ / 173 তরুণ চক্রবর্তী

সন্ত আলেক্সিসের গীত ১৭৫ / 175 শিশির ভট্টাচার্য্য

Poems

The song of Saint Alexis ১৭৭ / 177 Shishir Bhattacharja

Poems of Manabendra Bandyopadhyay ১৮১ / 181 Himani Bannerji

Essays

Mahāmārī¹ Fragments of Life under Lockdown ১৯২ / 192 Janam Mukherjee

Richard Nixon's Pakistan Tilt Policy (1971): Advice and Dissent ২০৩ / 203 Shahadat H. Khan

The Tragic Death of Bangabandhu: Analyzed through a Shakespearean Trajectory ২১৯ / 219 Mohit Ul Alam

Four Dalit Women of Eighteenth Century Bengal ২৪৫ / 245 Manohar Mouli Biswas

Chander Amaboshya and the Burden of Mourning ২৫৬ / 256 Hasan Al Zayed

Pakistan Diaries ২৭২ / 272 Sumanta Banerjee

পরিচিতি ২৭৭ / 280 Contributors

বিশ্বায়নের কিস্‌সা, কিস্‌সার নারী এবং আফসার আমেদের একটি কিস্‌সা

হাসনারা খাতুন

দিনের আলো গত হওয়ার পর ছোটো কুপি বা লণ্ঠনের আলোয় দাদি-নানিরা আসর বসাতেন। কিস্‌সার আসর। আধুনিক প্রযুক্তির বাড়বাড়ন্ত যখন গ্রামবাংলার কুঠিরে থাবা বসাতে পারেনি, তখন বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে গল্প বা কিস্‌সার আসর মানুষকে মগ্ন করে রাখত। এই আসরি বিনোদনের পরম্পরাটি আজ গ্রামের জীবন থেকেও হারিয়ে গেছে। টেলিভিশন বা অতি সম্প্রতি স্মার্টফোনের আগ্রাসী প্রভাব সমস্ত বয়সের মানুষের কাছেই নেশার সামগ্রী হয়ে পড়েছে। আজ মানুষের কাছে বিনোদনের বহুমাত্রিক স্তর উপস্থিত হলেও, কয়েক দশক আগে মানুষের কাছে বিনোদনের এই বহুমাত্রিক পরিসর ছিল না। মানুষ সীমিত কিছু বিনোদনের সংরূপেই মজে থাকতেন। তেমনই একটা বিনোদন হল 'কিস্‌সা'। এই 'কিস্‌সা' শব্দটি এসেছে ফারসি শব্দ থেকে, যার অর্থ কাহিনি।[১] তবে, আমাদের পরম্পরায় কিস্‌সা–গল্প বা কাহিনি থেকে নিজেকে কিছুটা স্বতন্ত্র রেখেছে। আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত গল্প বা কাহিনির বাঁধাধরা গঠনের বাইরে কিস্‌সা তার প্লটে, প্রবহমানতাকে গুরুত্ব দিয়েই সেই স্বাতন্ত্র্যকে মান্যতা দিয়েছে। কিস্‌সার আখ্যানভাগ রূপকথা-রাজকন্যা-অর্ধেক রাজত্ব-দুষ্ট পুরুষের লালসা-মৌলবির লাম্পট্য-বোকা বৌ-এর বোকামি ইত্যাদি হরেকরকম ঝুলিতেই ভর্তি থাকত। কিস্‌সাকার সেই সব ঝুলি উজাড় করে জমাটি সান্ধ্য আসর জমাতেন। তবে গ্রাম বাংলার এই পরম্পরা মৌখিক রীতিতেই জিইয়ে ছিল। গত শতাব্দীর নয়ের দশক পর্যন্ত কিস্‌সার আসর মানুষকে বিনোদিত করেছে। আজ বিশ্বায়নের প্রভাবে, বিনোদনের বহুমাত্রিক সংরূপের প্রভাবে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা মৌখিক পরম্পরা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলীন। হারিয়ে যাওয়া সেই মৌখিক পরম্পরাকে, বাস্তব-অবাস্তবের কাহিনিকে একালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক আফসার আমেদ (১৯৫৯-২০১৮) লিখিত রূপে সাহিত্যের আসরে হাজির করেছেন।

১৯৯৫-২০১০ সাল অর্থাৎ পনেরো বছরের মধ্যে আফসার আমেদ মোট ছ'টি কিস্‌সা রচনা করেছেন। যদিও আমৃত্যু কিস্‌সা সিরিজ লেখার সংকল্প তিনি করেছিলেন,[২] সে সংকল্প পূরণ হয়নি। কালের অমোঘ নিয়মে তাঁকে অকালেই চলে যেতে হয়। আফসার আমেদের কিস্‌সাগুলি মৌখিক পরম্পরা থেকে 'জাতে-গোত্রে' না হোক বিষয়বস্তুগত দিক থেকে আলাদা। কিস্‌সার ঐতিহ্যের অনুসারী আঙ্গিক এক্ষেত্রে গ্রহণ করা হলেও, প্লট-চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অভিনবত্ব এনেছেন আফসার আমেদ। তাঁর কিস্‌সা সিরিজের রচনাগুলিতে একদিকে যেমন অবাস্তবের নানা কুহক রচনা করা হয়েছে, আবার সমকালীন সমাজে বিশেষ করে গ্রামীণ মুসলমান সমাজে ধর্মপালন, দেশাচার, অন্তঃপুরের খতিয়ান ইত্যাদিও উঠে এসেছে। আফসার আমেদ-এর কিস্‌সা সিরিজের ভূমিকায় লেখক দেবেশ রায় এই রচনাগুলিকে উপন্যাস বলেই

উল্লেখ করেছেন।[৩] যদিও উপন্যাসের 'বাস্তবকে নির্বস্তুক' করে তোলা হয়। উপন্যাসের চরিত্র-ঘটনার সঙ্গে বাস্তবের আদল খুঁজতে যাওয়াই সমালোচনার মূল পাথেয় হয়। আর উপন্যাসের তাত্ত্বিক জগৎ নির্মাণের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠে নতুন সন্দর্ভের অভিমুখ। কিন্তু কিস্‌সাগুলি সে তত্ত্ব-বিশ্বের ধার দিয়েও যায়নি। 'একটিও তাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক শব্দ খরচ না করে, কোনও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ না করে, সব পরিস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলে, আপাত অবাস্তব সব ঘটনাকে বাস্তব বাধ্যতার আওতায় এনে'[৪] আফসার আমেদ কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসগুলিকে উত্তর-ঔপনিবেশিককালের উপন্যাসের একটা মাত্রা তৈরি করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যখন উত্তর-ঔপনিবেশিক ভাবধারা, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নব জোয়ার আনার প্রচেষ্টায় লিপ্ত, তখন আফসার আমেদের কিস্‌সা সিরিজের উপন্যাসগুলি আলাদা মাত্রা তৈরি করেছে বৈকি!

কিস্‌সাগুলিতে 'সময়' (time) বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমত, কিস্‌সাগুলির রচনাকাল লক্ষ করলে দেখব, আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হওয়া বিশ্বায়নের কাল আমাদের জীবনে দ্রুত প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কয়েকটি ঘটনা এবং সিদ্ধান্ত আগামী প্রজন্মের ভিতকে নতুন ভিত্তি দিতে চলেছে। ভারতে উদার অর্থনীতি গ্রহণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, বিশ্বব্যাপী মার্কিন আগ্রাসন–ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার নতুন 'প্যারামিটার' তৈরি করলে, সাধারণ জনজীবনে তার সর্বব্যাপী প্রভাব পড়ে। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন 'ডিসকোর্স' তৈরি করা হয়। আফসার আমেদের কিস্‌সাগুলি এই নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার একটি ফসল। যেখানে উপন্যাসের ধারায় আনা হয়েছে দেশীয় মিশেল। কিস্‌সার চরিত্র-ঘটনাকে নির্মাণ করা হয়েছে সময়ের বাস্তবতায়। সামাজিক নিয়ম, দেশাচারের নিগড় আর অর্থনৈতিক অবস্থান–সব মিলিয়েই বিশ শতকের শেষ এবং একুশ শতকের প্রথম পাদের কালকে নির্মাণ করা হয়েছে। আবার সময়ের বাস্তবতাকে উড়িয়ে দিয়ে অবাস্তবের কুহকে গতায়াত ঘটেছে খুব অনিবার্যভাবেই। এখানে কিস্‌সার অবাস্তবের জগৎ। যে জগতে মিশে গেছে আলো-আঁধারের সীমারেখা। সময়ের মাপকাঠি দিয়ে যা পরিমাপ করা যায় না। যা নির্মাণ করা হয়েছে চরিত্রায়ণের প্রয়োজনে। ফলে বাস্তবের-অবাস্তবের গতায়াতের আলো-আঁধারি প্লটে কিস্‌সার চরিত্রগুলি সমাজ-সংসারের হয়েও কাল্পনিক আবছায়ায় মোড়া। অবাস্তবের কুহক, কল্পকাহিনির মেলবন্ধন আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বানানো স্বার্থান্বেষী নিয়মের নিগড়; সব মিলিয়ে আফসার আমেদের কিস্‌সাগুলি ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন মাত্রার, ভিন্ন আঙ্গিকের। কিস্‌সায় ব্যবহৃত ভাষা, প্রবাদ, আখ্যানের ভিন্ন মাত্রা আর আঙ্গিকের অভিনব পরিবেশন; কিস্‌সাগুলি বিশ্লেষণের অন্যতম একটা দিক। আমরা এখানে আলোচনার জন্য আফসার আমাদের কিস্‌সা সিরিজের প্রথম কিস্‌সা *বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা*'কে (১৯৯৫) বেছে নিয়েছি।

বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা প্রথম প্রকাশিত হয় *শারদীয়া কালান্তর* (১৯৯৪) পত্রিকায়। এই কিস্‌সায় গ্রাম বাংলার মুসলমান সমাজের দেশাচার, ধর্মীয়

অনুশাসনের অপপ্রয়োগ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের স্বার্থান্বেষী ও লোলুপ দৃষ্টি, অন্তঃপুরচারীদের করুণ পরিণতির কথা উঠে এসেছে। তবে সব কিছুকে ছাড়িয়ে নারীর যন্ত্রণার গাথাই, এই কিস্‌সায় প্রধান হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের নয়ের দশকের অর্থনৈতিক পরিবর্তন, গ্রাম বাংলার মুসলমান সমাজেও সেই প্রভাব ফেলেছিল পূর্ণমাত্রায়। ধর্মীয় অনুশাসনের আধারে তৈরি হওয়া দেশাচারের প্রকোপ সেক্ষেত্রে প্রভাবিত হয়েছিল কি? একদিকে যেমন মুসলমান সমাজে অর্থনৈতিক উত্থানের প্রচেষ্টা শুরু হয়, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে অংশ গ্রহণের তাগিদ তৈরি হয়; অন্যদিকে মরচে পড়া দেশাচারের প্রকোপ আরও প্রবল হয়ে ওঠে। সেই প্রকোপ বেশি করে পড়েছিল মেয়েদের ওপর। শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের আগমন পরিসংখ্যানগত দিক থেকে বাড়লেও জীবনচর্যায় তার প্রভাব সেই অনুপাতে বাড়েনি। আজ প্রায় তিন দশক জুড়ে চলতে থাকা বিশ্বায়নের প্রভাব, গ্রামবাংলার ভিত্তিকেও নাড়া দিলেও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পদার্পণ বেশি সংখ্যায় হলেও, মুসলমান সমাজে, গার্হস্থ্য জীবনে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা এখনও নিম্নমানের। আফসার আমেদ, তাঁর কিস্‌সাগুলিতে, মুসলমান সমাজ ও মুসলমান নারীর অবস্থানের দিকটিকেই উপস্থাপন করেছেন।

আফসার আমেদের ছ'টি কিস্‌সা হল, *বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা* (১৯৯৫), *কালো বোরখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক* (১৯৯৬), *এক আশ্চর্য বশীকরণ কিস্‌সা* (১৯৯৮), *মেটিয়াবুরুজে কিস্‌সা* (২০০৩) *হিরে ও ভিখারিনি সুন্দরী রমণী কিস্‌সা* (২০০৭), ও *এক ঘোড়সওয়ার কিস্‌সা* (২০১০)। এই কিস্‌সাগুলিতে যেমন মুসলমান সমাজ বা আরও স্পষ্ট করে বললে, মুসলমান নারীর সামাজিক এবং ধর্মীয় অবস্থানের দিকটি উঠে এসেছে। তেমনই ধর্মীয় ফতোয়া এবং পুরুষের নির্মিত সামাজিক বেড়াজালের আবেষ্টনীতে নারীর যন্ত্রণার শিকার হওয়ার দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে। আফসার আমেদ, তাঁর এই ভাবনা সম্পর্কে নিজেই সেকথা স্বীকার করেছেন–

> "নিশ্চয়ই কিস্‌সা সিরিজের আমার লেখাগুলিতে আখ্যানের নতুন ধরন আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি। আর এসেছে মুসলমান সমাজজীবন, যেখানে ধর্মী-পরিচয়ও বাদ দেওয়া হয়নি। হয়তো মেয়েদের অসহায়তার দিকগুলি বেশি এসেছে। কেউ কেউ বলেন, আমি এখানে ঘোরতর নারীবাদী। ধর্ম সমাজ তো পুরুষতান্ত্রিক, সেখানে অর্ধেক আকাশের কথা যদি বা বেশি করেই এল। তারাও তো আমাদের জননী-জায়া-কন্যা। ইতিহাস জুড়ে বর্বরতা তো কম হয়নি!"[৫]

এই 'অর্ধেক আকাশের' কথা তুলে আনতে গিয়ে, তিনি বাস্তবের মাটি থেকেই সূত্র খুঁজেছেন। সমাজের একশ্রেণির মানুষের সুবিধার্থে তৈরি করা নিয়ম-নীতিগুলি কতটা ভয়ংকর, কতটা মানবতা বিরোধী হয়ে উঠতে পারে, তার দৃষ্টান্ত আমরা হামেশাই দেখি। তেমনই এক দৃষ্টান্তের সাক্ষী হয়েই আফসার আমেদ তাঁর প্রথম কিস্‌সার উপাদান গ্রহণ করেছিলেন–

> "বিবির মিথ্যা তালাকের... কাহিনি-সূত্র এসেছিল আমারই এক দূরের বন্ধুর কাছ

থেকে। কথায় কথায় আমি খুঁজে পেয়ে গিয়েছিলাম। এক লাইনের মতো কাহিনি পেয়েছিলাম। এক যুবক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়নি, অথচ রটে গেছে সে তালাক দিয়েছে। আর সেই যুবক পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে স্ত্রী-বিচ্ছেদে। সমাজের এই সত্য এক ঘটনা বন্ধুর সূত্রে পেয়ে ধীরে ধীরে আকার পেতে লাগল লেখ্য কাহিনিতে।"[৬]

মুসলমান সমাজে মৌখিক তালাক (যা তিন তালাক নামে অধিক জনশ্রুত/পরিচিত) এবং তালাকের কারণে মেয়েদের করুণ পরিণতির শিকার হওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটে চলে। এরকমই এক ঘটনার শিকার হয় *বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা*'র কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহান আর নাসিম। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি ইসলাম ধর্ম দিলেও, সেখানে মুক্ত চিন্তার একটি ক্ষেত্র আছে। নারী-পুরুষ উভয়ের মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এমনকি দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বাধীন সিদ্ধান্ত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু দেশীয় প্রেক্ষাপটে তালাকের বিকৃত রূপ নারীকে পণ্যে পরিণত করেছে। বিশেষ করে, তাৎক্ষণিক বা তিন তালাকের মতো বর্বরতম দেশাচারের প্রয়োগে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকৃষ্ট অভিসন্ধির পরিচয়ই পাওয়া যায়। এই কিস্‌সাতেও সেই দিকটিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নাসিমের কাছ থেকে 'ঝুটা' তালাক পাওয়ার পর জাহান কীভাবে পুরুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়েছে এই কিস্‌সা তারই খতিয়ান।

আমাদের আলোচ্য কিস্‌সার কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহান একজন গৃহবধূ। তার শিক্ষাগত কোনও পরিচয় কিস্‌সায় দেওয়া হয়নি। সে নাসিমের স্ত্রী, এটুকুই তার পরিচয়। নাসিম, একজন ছোটো ব্যবসায়ী, ধর্মভীরু মানুষ। স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা ও অধিকারবোধ রয়েছে। একই সঙ্গে সে নিজের ধর্মীয় আনুগত্য স্ত্রীর ওপরেও আরোপ করে। জাহানের মধ্যে সে আনুগত্য পালনে আন্তরিকতা লক্ষ করা যায় না। স্বামীর আদেশে বাধ্য হয়েই সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, পর্দা প্রথা মেনে চলে। এ হেন জাহান বেপর্দা হওয়ার অভিযোগে নাসিমের কাছ থেকে শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েই পিতৃগৃহে চলে যায়। তবে তার মধ্যে কাজ করেছিল প্রেমজনিত অভিমান। সে অভিমানকে ভর করেই সে নাসিমের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু নাসিম সে প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় না। ইতোমধ্যে তাদের তালাকের কথা রটে যায় এবং সমস্ত সমাজ সে রটনা বিশ্বাস করে। প্রতীক্ষারতা জাহান যখন তালাকের খবর পায়, তার মধ্যে আক্ষেপ বা অনুশোচনার অবকাশ তৈরি হয় না। চোখের কোণে আসা অশ্রু কণাটুকু সংবরণ করে নেয় অচিরেই। আর সাজতে বসে, অনূঢ়া সাজার প্রয়োজনে। তাকে 'অন্য একজনের বিবি হতে হবে'। জাহান, জাহানের পরিবার, নাসিমের পরিবার, বৃহত্তর সমাজ--সকলেই বিশ্বাস করে নেয় তালাকের রটনা। একমাত্র নাসিম তা বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ সে তালাক দেয়নি। বাস্তবে না হওয়া তালাক, জনমানসে গ্রহণযোগ্যতা পায়। অর্থাৎ জনমানসে তালাকের এতটাই আধিক্য ছিল যে, শুধুমাত্র রটনার ওপর ভিত্তি করেও তা মান্যতা পায়। অতঃপর রটে যাওয়া তালাকের ওপর ভর করেই জাহান চুড়িওয়ালার স্ত্রী হয়। জাহানের পিতা

কালবিলম্ব না করেই চুড়িওয়ালার সঙ্গে জাহানের বিয়ে দেয়। চুড়িওয়ালার সঙ্গেই জুড়ে যায় হলুদ পাখির প্রসঙ্গ। তালাকের রটনাকে মান্যতা দিতে জনসমাজ হলুদ পাখির অনুষঙ্গ জুড়ে দেয়। নাসিমের তালাক দেওয়ার সময় কোনও সাক্ষী ছিল না। ফলে সে তালাকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তাই হুজুগপ্রিয় সমাজ সাক্ষী হিসেবে হলুদ পাখির অবতারণা করে, যে পাখিটি জাহানের খুব প্রিয় ছিল। তালাকের কথা শুনে সে আত্মঘাতী হয়। এ হেন প্রসঙ্গ জনমানসে বৈধতা পায়। সেই মৃত পাখিটি চুড়িওয়ালা কিনে নেয় এবং তালাকের রটনা গ্রামে গ্রামে প্রচার করে। তার প্রচারিত কাহিনিকে বৈধতা দিতে সঙ্গে রাখে মধুভর্তি বয়ামে ভরা মৃত হলুদ পাখিটি। এর ফলে, তার ব্যবসাও বেড়ে যায়। আর্থিক লাভের সঙ্গে সে জাহানকে স্ত্রী রূপেও পেয়ে যায়। অন্যদিকে, নাসিম এই মিথ্যা রটনাকে মেনে নিতে না পারার জন্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। নাসিমের এই যন্ত্রণার উপশম হিসেবে ইমাম আজমত 'হিল্লা'[৭] বিবাহের নিদান দিলে, নাসিম রাজি হয় না। নাসিম আজমতের গোপন অভিসন্ধি ধরে ফেলে। আসলে আজমত চেয়েছিল জাহানকে ভোগ করতে। অন্যদিকে জাহানের কাছে, নতুন সংসার এক মুক্তির আভাস এনে দেয়। সে পর্দা প্রথার নিগড় থেকে মুক্ত হয়। সে দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে চুড়ি বিক্রি করে। মেয়েদের হাতে চুড়ি পরাতে গিয়ে প্রচুর চুড়ি ভাঙে, যা তার বহুদিনের বাসনা ছিল। আর রাতের বেলা স্বামীকে পাঠিয়ে দেয় নানির কাছে কিস্‌সা শুনতে। এই কিস্‌সায় নানি চরিত্রটির একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে। জাহান প্রতি রাতেই চুড়িওয়ালাকে কিস্‌সা শোনার জন্য পাঠিয়ে দেয়। ফলে, স্ত্রী সম্ভোগ তার হয় না। উপরন্তু রাত জাগার ফলে, সে দিনের বেলা ঘুমায়। সেই সুযোগে জাহান তার সমস্ত চুড়ি ভেঙে দেয়। ফলে সে উভয় দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং লাভ-ক্ষতির অঙ্ক মেলাতে গিয়ে ক্ষতির পাল্লা ভারি হলে, সেও জাহানকে তালাক দেয় তাৎক্ষণিক তালাক। এরপর জাহান বেগুনওয়ালার স্ত্রী হয়। বেগুনওয়ালা নিকাহ পড়ার পরেই জাহানের সঙ্গে সঙ্গম করে। এই সঙ্গমে অবশ্য জাহানের কোনও সম্মতি ছিল না। তবে সেক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের কোনও বাধা ছিল না। এরপর কিস্‌সার ঘটনা আরও করুণ, আরও ন্যক্কারজনক পরিস্থিতির দিকে এগোয়। চুড়িওয়ালার কিস্‌সা বলা নানি, সর্বজনীন ভূমিকা পালন করে প্রত্যেক বাড়িতে পালা করে কিস্‌সা শোনায়। জাহান বেগুনওয়ালার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে কাল কাটায়। আর আজমত তার আশেপাশে তাকে 'ছিঁড়ে খাওয়া'র অছিলায় ঘুরতে থাকে। হয়তো একদিন তাকে 'বাগে' পেয়েও যায়।

জাহানের এই পরিণতির পাশাপাশি তার অসম্ভবের যাপনের একটা পর্যায় তৈরি করা হয়েছে। আফসার আমেদের কিস্‌সায় নারীর এই যাপন তৈরি হয়েছে, নানা রঙে, নানা মাত্রায়। তাঁর কিস্‌সায় অবাস্তবের কুহকের যে অলিগলি তৈরি করা হয়েছে, এই অবাস্তবের যাপন তারই অঙ্গ। এক্ষেত্রেও জাহানের অবাস্তবের যাপন তৈরি করা হয়েছে। আর জাহানের এই যাপনটিই কিস্‌সায় মূল অভিঘাতের জায়গা তৈরি করে। জাহান বেগুনওয়ালার কাছ থেকে সন্ধ্যার সময় দু'ঘণ্টা সময় চেয়ে নেয়, যেটা সে নিজস্ব যাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। আমরা যদি সময়টা লক্ষ করি দেখব, দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণের এই সময়কেই জাহান বেছে নেয়। আলো-

হয়, নানি কি জাহানের যন্ত্রণার কথা অনুধাবন করেছে। শরীয়তি নিয়ম অগ্রাহ্য করে স্ত্রী স্বামীকে রাতে কাছে না রেখে ছলনার আশ্রয় নিয়ে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, অথচ নানি কোনও প্রতিবাদ করছে না। এক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হই—নানি কি জাহানের পূর্বসূরি? মিথ্যা তালাকের কথা কি নানি জানে? নাকি নানি জাহানের যন্ত্রণার কথা বুঝতে পেরেছিল? বুঝতে পেরেছিল, জাহান চুড়িওয়ালাকে ভালোবাসে না। প্রেমহীন সম্পর্ক বয়ে বেড়ানোর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতেই কি নানি জাহানকে রাতের বেলা একা থাকার অবকাশ দিয়েছিল? জাহানের এই চুড়ি ভাঙার বাসনা, সামাজিক নিয়মে অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে। অথচ নানি তাকে প্রশ্রয় দেয়। জাহানের এই আচরণের দোসর কি নানি? নানি কি জাহানের 'অল্টার ইগো'? সমগ্র কিস্‌সায় একমাত্র নানিই জাহানের যন্ত্রণাকে অনুধাবন করেছে। জাহানের জীবন যন্ত্রণাকে কিস্‌সায় রূপ দিয়েছে। এমনকি, জাহানের ভবিষ্যৎ জীবনের চূড়ান্ত লাঞ্ছনার কিস্‌সাও নানির কিস্‌সার মধ্য দিয়েই জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়। কিস্‌সার ইতিও নানির জবানিতেই শেষ হয়।

কিস্‌সায় জাহানের আচরণের পর্যায়ক্রম লক্ষ করলে নানির এই আচরণের অর্থ উপলব্ধি হবে। কিস্‌সার প্রথমেই জাহানের প্রেমিকাসত্তার, অপেক্ষরতা নায়িকার আচরণ লক্ষ করি। যে মুহূর্তে তালাকের খবর সে পায়, সে সেটা বিশ্বাস করে নেয়। সত্যি-মিথ্যা যাচাইয়ের পরিসর তাকে কেউ দেয়নি। বিচ্ছেদের আকস্মিকতায় এবং বেদনায় তার চোখ ভারাক্রান্ত হলেও, সংবরণ করে নেয়। তার বিয়ে হয় চুড়িওয়ালার সঙ্গে। তখনই কিস্‌সায় নানির প্রবেশ ঘটছে। জাহানের ভবিষ্যৎ দুর্বিষহ জীবনে প্রবেশের মুহূর্তেই নানির আবির্ভাব হয়েছে। প্রেমহীন দাম্পত্য সম্পর্কের শেকল থেকে সাময়িক উপশম দিতেই নানি জাহানকে একা থাকার অবকাশ দেয়। চুড়িওয়ালার কাছ থেকে তালাক পাওয়ার পর নানিও সর্বজনীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। একই সঙ্গে জাহানও সমস্ত পুরুষের কামনার 'বস্তু'-তে পরিণত হচ্ছে। বেগুনওয়ালাকে বিয়ে করার পর জাহানের জীবনে যে অন্ধকার নেমে আসছে, সেই অন্ধকারের যন্ত্রণাকে নানি কিস্‌সায় পরিবেশন করছে। জাহানের 'নসিব নিয়ে যারা খেলছে' সেই পুরুষ সমাজকে নানি 'ঢ্যামনা' বলে গালি দিয়েছে। আজমতের অভিসন্ধির কথা ভেবে ভীত জাহানকে নানি আশ্বাস দিয়েছে, 'কিস্‌সায় তোর ভয় পাওয়ার কথা ভালো করে বলে দেব, তাহলেই বেশ হবে।'[৮] এভাবেই নানি জাহানের দোসর হয়ে ওঠে। রাত জেগে জাহানের অন্ধকারের যাত্রা বর্ণনা করে। আর জাহান সেই যাবতীয় অন্ধকারের মধ্যে আলোর দিশা দেখতে না পেয়ে, অবাস্তবের যাপনেই অবকাশ খুঁজে নেয়।

কিস্‌সায় পুরুষ চরিত্রগুলি নির্মাণের দিকটিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক্ষেত্রে নাসিম চরিত্রটির প্রসঙ্গই প্রথমে আনব। কিস্‌সায় তাকে বুদ্ধিমোটা (মাধ্যমিক ফেল) হিসেবে আঁকা হলেও, তার চরিত্রের বাহ্যিক মিষ্টতা, ধর্মের প্রতি অনুরাগ, সুশ্রী চেহারার মহিমা: গ্রামের আর পাঁচটা মানুষ থেকে আলাদা করে রেখেছিল। কিস্‌সার শুরুতেই তাকে স্বপ্নদোষে আক্রান্ত হতে দেখি। স্ত্রী পিতৃগৃহে চলে যাওয়ায় স্বপ্নমিলনের ফলে তার মধ্যে অনুশোচনা তৈরি হচ্ছে এবং সে ইমাম আজমতের কাছে সেই সমস্যার সমাধান চেয়েছে। ধীরে ধীরে তার

আঁধারির সেই পরিবেশে তার অসত্তবের যাপন শুরু হয়। সেই যাপনে সে ইমাম আজমতকে ছলনা করে, তালাক না হওয়া পাগল স্বামীকে দেখতে যায়। যথেচ্ছভাবে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ যে মুহূর্তে সে বাস্তবের সমস্ত দরজা বন্ধ দেখেছে, তখনই অবাস্তবের জগৎটা নির্মাণ করেছে এবং কিস্‌সার কাহিনি আরও সংকটময় পরিস্থিতির দিকে গেছে। অবাস্তবের অবতারণায় নানির প্রসঙ্গটিও উল্লেখ্য। নানির কিস্‌সায় জাহানের করুণ পরিণতি ঢুকে যায়। গ্রামের সমস্ত পুরুষের জাহানকে কামনা করার গোপন আকাঙ্ক্ষা, নানি কিস্‌সার আসরে প্রকাশ করে। জাহানের দুঃখে শ্রোতাদের মধ্যে করুণ রসের সঞ্চার হয়। কিন্তু বাস্তবের আলোয় জাহানের পরিণতি তাদের মধ্যে কোনও প্রভাব ফেলে না। মূক-বধির সমাজের কানে নারীর যন্ত্রণা কাতর আর্তনাদ প্রবেশ করেনি।

এই কিস্‌সার মূল ঘটনা, তালাক প্রথার ফলে মুসলমান নারীর করুণ পরিণতিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। বিশ্বায়নের যুগের নারী পণ্যের যে রমরমা বাজারকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, এখানে তারই গ্রামীণ সংস্করণ দেখতে পেয়েছি। সেক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে যদি আলোচনায় আসি, দেখব প্রথমত, তালাকের খবরটা রটে স্থানীয় বাজারে। সেই বাজারেই চুড়িওয়ালা নিজের অর্থভাগ্য লাভ করে এবং তাকে কেন্দ্র করে স্ত্রী লাভ। যে মুহূর্তে সে উপলব্ধি করে, তার অর্থ এবং যৌনতা উভয়ই শূন্য, তখনই সে জাহানকে তালাক দেয়। এমনকি, যে হলুদ পাখিকে নিজের ভাগ্যযোগ বলে ভেবেছিল, ভাগ্যহীনতার মুহূর্তে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এরপর বেগুনওয়ালা, জাহানকে পণ্যস্বরূপ লাভ করে এবং ভোগ করে। সেই ভোগের আশায় কালাতিপাত করে অগণিত পুরুষ। কিস্‌সাকার জানাচ্ছেন, এভাবে হয়তো জাহান গ্রামের সমস্ত পুরুষেরই বিবি হয়ে যাবে। সহায় সম্বলহীন নারী এভাবেই পুরুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়ত, যে তালাককে ধর্মীয় মোড়ক পরানো হয়েছে, তা নিতান্তই পুরুষের বানানো নিয়ম। তাৎক্ষণিক বা তিন তালাকের যে ধারা দেশাচারের রূপ পেয়েছে, সেখানে ধর্মের কোনও সায় নেই। ধর্মের ধ্বজাধারী ইমাম আজমত তাই নিজের লাম্পট্যকে ধর্মের আড়ালে রেখে, 'হিল্লা' বিবাহের নিদান দেয়।

তৃতীয়ত, জনসাধারণের মধ্যে নাসিম-জাহানের তালাক বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। জাহানের করুণ পরিণতি কিস্‌সার আধারে পরিবেশিত হলে করুণ রসের সঞ্চার ঘটে। কিন্তু বাস্তবের আলোয় জাহানের অশ্রু তাদের কাছে কোনও আবেদন সৃষ্টি করে না।

চতুর্থত, হলুদ পাখির প্রসঙ্গটি রূপক অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। হলুদ পাখিটি লাভের সঙ্গে জাহানকে লাভের রূপক জুড়ে দেওয়া হয়েছে। চুড়িওয়ালা, বেগুনওয়ালা এবং আরও অগণিত পুরুষ সেই লাভের পেছনে কালাতিপাত করেছে।

পঞ্চমত, নানি চরিত্রটি কিস্‌সায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। বিয়ের পর, জাহান যখন চুড়িওয়ালাকে রোজ রাতে নানির কাছে গল্প শুনতে পাঠিয়ে দেয়, তখনই পাঠকের মনে সন্দেহ

মধ্যে স্বৈরাচারী পুরুষের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। তারপর মিথ্যা তালাকের রটনা, তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা এবং যুবতি দাদি হুসনা আরার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়া; সব কিছুই তার আপাত মানসিক অস্থিরতার আড়ালে তারই ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। সমগ্র কিস্‌সা জুড়ে তার হৃদয়ের যন্ত্রণার সঙ্গে কামনাজর্জর দৈহিক হাহাকারটিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইমাম আজমত চরিত্রটি পুরোদস্তুর লোলুপ এবং লম্পট। নিজের বিগত যৌবনা স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে তার লক্ষ্য অন্য একটা শরীর। সেই তালিকায় সে জাহানকে রাখতে চায়। সুন্দরী জাহানের তালাকের কথা জানতে পেয়ে তার লোলুপ মন চোখে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। নাসিমকে 'হিল্লা' বিয়ের নিদান দেয়। এত সহজ একটা সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চায়নি। কিন্তু নাসিম রাজি না হলে সে অন্য ফন্দি খুঁজেছে। শেষ পর্যন্ত নানির কিস্‌সায় তার চরমতম নিষ্ঠুরতার পরিচয় মেলে। সে ধর্মের সব নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, জাহানকে ধর্ষণ করেছে। তার শরীরে সৃষ্ট করেছে নখ-দাঁতের অসংখ্য ক্ষত।

চুড়িওয়ালা ও বেগুনওয়ালা অর্থাৎ জাহানের দুই স্বামী জাহানকে বিয়ে করেছিল, তার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, জাহানের পরবর্তী দুই স্বামীর কোনও নাম উল্লেখ করা হয়নি। চুড়িওয়ালা সেই আকর্ষণকে ভোগ করতে পারেনি বলেই জাহানকে তালাক দিয়েছে। কিস্‌সায় বেগুনওয়ালা কর্তৃক জাহানকে তালাকের কোনও প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়নি। শুধু নানির কিস্‌সায় জাহানকে আজমতের 'ছিঁড়ে খাওয়ার' ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। নাসিমের দুই দাদা সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই চিত্রিত হয়েছে। তালাকের ঘটনায় তারা কোনও অনুশোচনা করেনি। দৈনন্দিনের ঘটনার মতোই সেটাকে ধরে নিয়েছে। উপরন্তু, তালাকের রটনার পর তাদের ব্যবসায় বেশ লাভ হয়েছে।

মুসলমান সমাজের মধ্যে ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে ঢুকে থাকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের জঘন্য নিয়মের অন্যতম তাৎক্ষণিক তালাক ও 'হিল্লা' বিবাহের নিয়মের প্রায়োগিক দিকটিকে এই কিস্‌সায় তুলে ধরা হয়েছে। সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে বদ্ধ থাকা মুসলমান নারীর অশ্রুভেজা করুণ মুখটি তাদের লোলুপ দৃষ্টিকে প্রশমিত করেনি। নারীর অধিকার এবং সচেতনতা নিয়ে গড়ে ওঠা নারীবাদী ভাবনার দিকটি গ্রামবাংলার মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেনি। তাই জাহানের হাত বদল হয়েছে বারবার। বিশ্বায়নের যুগে নারীর অধিকার, তার অবস্থান নিয়ে নানা 'ডিসকোর্স' তৈরি হলেও, নারীর পণ্যায়নের দিকটি যেমন আজও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তেমনই জাহানও পরিণত হয়েছে পণ্যে। পুরুষের ভোগের পণ্যে। সেখানে আশ্রয় নেওয়া হয়েছে ধর্মের। আর যখন সে পন্থাও কার্যকর হয়নি, তখন বাহুবলের প্রয়োগ ঘটিয়েছে পুরুষ। যে মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সূত্র এই কিস্‌সায় জাহানের পিতা বা নাসিমের পরিবার, উভয় ক্ষেত্রেই আর্থিক সচ্ছলতার দিকটিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। নাসিমের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার একটা দিককে আনা হলেও, জাহানের ক্ষেত্রে সেরকম কোনও ইঙ্গিত নেই। অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকে জাহান পুরোপুরি

পুরুষনির্ভর। তাই তার হাতবদল হয়েছে খুব সহজেই। তাই জাহান নিজের যাপনের কোনও ক্ষেত্র তৈরি করতে পারেনি। তার চুড়ি ভাঙা, সন্ধ্যার অবাস্তবের যাপন আপাত অর্থে বস্তুরতি বা foot-fetishism-এর ইঙ্গিত দিলেও, তা আসলে অসংখ্য লোভী 'নখ-দাঁতের' কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করার একটা কৌশল। যে কৌশলের কোনও বাস্তব ক্ষেত্র তার পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয়নি। আফসার আমেদের কিস্‌সাগুলি নারীর এই যন্ত্রণার দিকটিকেই তুলে ধরে। কিস্‌সার শেষে নানির বর্ণিত জাহানের করুণ পরিণতির খতিয়ান দিয়েই আসলে এই আলোচনার উপসংহার টানা যেতে পারে। তালাকের মিথ্যে রটনা এবং তাকে কেন্দ্র করে একজন নারীর চরমতম নিষ্ঠুর পরিণতির এই কিস্‌সা সমাজের নিয়মের জঘন্যতম নিদর্শনকেই তুলে ধরে।

> "নানি জাহানের বুকে ও উরুতে নখের আঁচড় দেখাচ্ছে। বাতাসে হাত ঘুরিয়ে হাত ঘুরিয়ে সেই নখরাঘাতের মুদ্রা তৈরি করছে সে। কীভাবে যেন জাহানকে বাগে পেয়ে যায় ইমাম। কিছু জোনাকি ফড়িং আর অন্ধকার রচনা করে নানি। যে অন্ধকারের ভিতর ভীত হয়ে উঠবে জাহান। যে বিবিকে ছোটমিঞা তালাক না দিলেও তালাক রটে যায়, সেই বিবিকে বাগে পেয়ে যাবে ইমাম। সেই অন্ধকার, সেই-ই অন্ধকারের ভিতর।"[৯]

সমগ্র কিস্‌সায় জাহানের যে যাত্রা দেখানো হয়েছে, তার অভিমুখ অন্ধকারের দিকে। দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে জাহান প্রেমের ওম চেয়েছিল। চুড়িওয়ালা, বেগুনওয়ালা, এমনকি নাসিমের কাছ থেকেও প্রেমের মিষ্টতা আস্বাদ করতে পারেনি। তাই, নিজের ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা ভেবে সে আর ভাবিত হয় না। শুধু, লোলুপ অভিসন্ধি নিয়ে আসা আজমতের মিষ্টি কথায় জাহান ভীত হয়েছে, '...তার শাড়ি টেনেটুনে নিজেকে ঢাকছে। যেন সে ইমামের চোখে নগ্ন হয়ে উঠেছে,'; তার প্রতিজ্ঞা, 'ইমামের বিবি হবে না।'[১০] জাহান জানে না তার মতো নির্ভরশীল নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে প্রতিজ্ঞা করার অধিকারটুকু পায় না। জাহানকে বিয়ে করার মূল উদ্দেশ্যই যখন তার শরীরকে পাওয়া, তখন আজমতের মতো মানুষদের তো বিবাহের মতো বন্ধনের প্রয়োজন হয় না। আজমত বাহুবলকে হাতিয়ার করেছে। নারীর আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার কালে একজন নারী যখন এভাবে ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়, তখন অন্ধকার নেমে আসে বৈকি! আর আমাদের কিস্‌সাও সেই অন্ধকারের পর্দা টেনেই সমাপ্তি ঘোষণা করেছে। তাই কিস্‌সার অভ্যন্তরে সামাজিক সমস্যার দিকটির পাশে বাস্তব-অবাস্তবের আলোছায়া তৈরি হলে পাঠক পথ হারায় না। কিস্‌সার ভেতরকার শ্রোতা ও বাইরের পাঠক অনায়াসে মিশে যায় আস্বাদনের দুনিয়ায়। কিন্তু দাগ ফেলে যায় পাঠকের দরবারে। বাস্তব-অবাস্তবের গতায়াতকে পাশ্চাত্য জাদু-বাস্তবতার মোড়কে আচ্ছাদিত না করে, কিস্‌সার দেশীয় পরম্পরাকে মান্যতা দিয়ে আফসার আমেদ যে ধারার সূত্রপাত করলেন, এই কিস্‌সা তার সফল রূপায়ণ। সেই রূপায়ণের মূল স্তম্ভ হল নারী। আমাদের 'জননী-জায়া-কন্যা', এই চরাচরের 'অর্ধেক আকাশ'। সেই অর্ধেক আকাশকে যখন কালিমালিপ্ত করা হয়, যখন যন্ত্রণায় দগ্ধ করা হয়, জগৎ সংসারে তার

উপস্থাপন জরুরি। এই উপস্থাপনের আঙ্গিকটি বাস্তবতার নিরিখ অতিক্রম করলে, অবাস্তবের কুহক রচনা করলে, পাঠকের দরবারে সমাদরের কোনও খামতি হয় না। আমাদের আলোচ্য *বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা*'য় আফসার আমেদ নারীর যন্ত্রণা, যাপন ও অসহায়ত্বকে প্রকাশের প্রয়োজনে অবাস্তবের যে কুহক রচনা করেছেন, 'তার ফলে শেষ পর্যন্ত নারীত্বের এক অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণ ঘটে'[১১]।

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র ১, ভূমিকা অংশ*, কলকাতা, দে'জ, ২০১৬, পৃ. ১৭।

২. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজ: নানা দিক*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৯০।

৩. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র ১, ভূমিকা অংশ*, কলকাতা, দে'জ, ২০১৬, পৃ. ৯।

৪. তদেব, পৃ. ২৪।

৫. আফসার আমেদ, *মুসলমান সমাজ: নানা দিক*, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮৯-৯০।

৬. তদেব, পৃ. ৯১-৯২।

৭. 'হিল্লা' বিবাহ: মুসলমান সমাজে তালাক ও পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত একটি প্রথা হল 'হিল্লা' বিবাহ। কোনও স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় তাকে বিবাহ করতে চাইলে, সেই স্ত্রীকে তার পূর্বে অন্য একজনের স্ত্রী হতে হতে হয়। বর্তমানে এই প্রথা আইন করে বন্ধ করা হলেও, আমাদের আলোচ্য কিস্‌সায় 'হিল্লা' বিবাহের প্রসঙ্গ এসেছে। এই প্রথা নারীকে ভোগ্যপণ্য হিসেবে পরিগণিত করে। নাসিম জাহানকে তালাক না দিলেও যখন তালাকের কথা রটে যায়, তখন তালাক না হওয়া স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার জন্য নাসিম ব্যাকুল হয়। ইমাম আজমতের নিজের লাম্পট্যের স্বরূপ প্রচ্ছন্ন রেখে, 'হিল্লা' বিবাহের নিদান দিয়ে নাসিমকে সাহায্যের হাত বাড়াতে চায়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে আসলে আজমতের লোলুপ অভিসন্ধি কাজ করেছিল, তা নাসিম বুঝতে পেরেই 'হিল্লা' বিবাহে মত দেয়নি।

৮. আফসার আমেদ, *কিস্‌সা সমগ্র ১*, কলকাতা, দে'জ, ২০১৬, পৃ. ১১৮।

৯. তদেব, পৃ. ১১৮।

১০. তদেব, পৃ. ১১০।

১১. তদেব, পৃ. ২৪।